

আনিকেত

বৈকালিকের পত্রিকা ১৪১৮



এবারের সংগ্রাম
প্রামাণ্য

এবারের সংগ্রাম

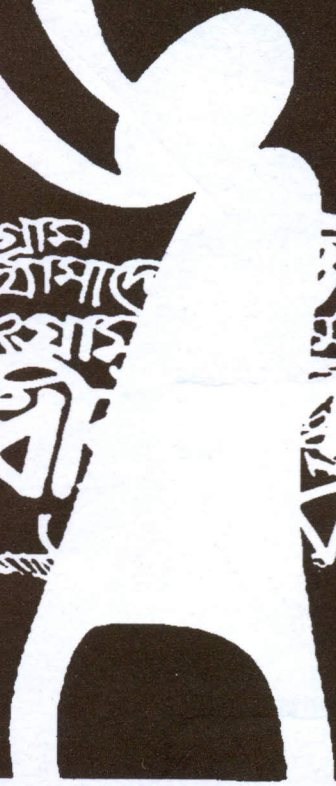
স্বাধীন



এবারের সংগ্রাম

সংগ্রাম

সংগ্রাম



সূচীপত্র

| | | |
|----------------------------|---------------------|----|
| কোথাও মেলে — কোথাও না মেলে | অধ্যাপক জয় সেন | ৫ |
| মায়ের মাটি...আমার আকাশ | সঙ্গীতা ধাড়া | ৭ |
| অনুভূতিগুলো | জিৎ মুখার্জী | ৯ |
| দুজনে | সৌম্য মাইতি | ১০ |
| আমার নীরার জন্য | শিতাংশু | ১১ |
| যন্ত্র-না | মঞ্জিরা | ১২ |
| বসন্ত | প্রদীপ্ত পাত্র | ১৩ |
| বেলাবসান | পৃথা | ১৪ |
| তারার জন্ম | অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ | ১৫ |
| ফেসবুক যুগে অন্য তরুণ | অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ | ১৭ |
| উপদ্রুত শিলান্যাস | কৌস্তভ করাট | ১৯ |
| অনির্ণেয় | সুমিত মণ্ডল | ২১ |
| গুপী যন্ত্র | অধ্যাপক সোমনাথ সেন | ৩২ |
| প্রশ্নোত্তর | সায়ন্তী মজুমদার | ৩৩ |
| নৈঃশব্দ্যের গান | বিজিৎ কুমার দাস | ৩৪ |
| তোমাকে মনে করেই | ত্রিদিব কুমার মণ্ডল | ৩৬ |
| আকাশলীন | সৌম্য মাইতি | ৩৮ |
| রূপান্তর | দেবব্রত পোদ্দার | ৪৯ |
| যে তোমায় ভালবাসে | বরুণ সাহা | ৫০ |
| ইচ্ছে মতন | অধ্বেষা সেনগুপ্ত | ৫১ |
| অথহীন | অধ্যাপক অনুপম বসু | ৫৩ |
| এবারের ঝরা পাতার দিনে | দেবাশিস বেরা | ৫৫ |
| মনখারাপের দুপুরবেলা | সম্ভুদ্ধ অধিকারী | ৫৬ |
| ঠিক গল্পের মতো | সায়ন্তী মজুমদার | ৫৭ |
| কলেজবেলার “ডাকঘর” | কৌস্তভ বরাট | ৬০ |
| দুটি কবিতা | চন্দন মিশ্র | ৬১ |

তারার জন্ম

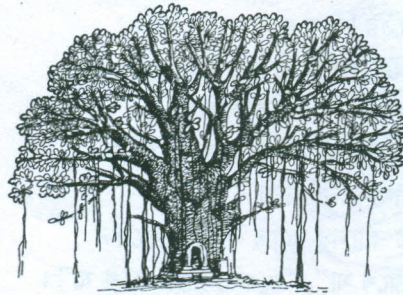
অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ

বড় অপূর্ণ আছে এ জীবন—
 আকাশের বহু তারা আজো
 চিনে উঠতে পারি নি।
 যে একটি তারাকে খুঁজে পেলে
 তেরী হবে সমীকরণ
 যার জন্য এ জীবন, বেঁচে থাকা,
 অকারণ বিরতিহীন ব্যথা পাওয়া,
 কুয়াশাবৃত হেমন্ত সন্ধ্যার মত
 সে আজো আছে চেতনার বাইরে।
 অভিমानी দূরাশ্রয়ী প্রেমের মত
 তাকে যেন কখনো অনুভব করি
 অথচ অশ্রুসিক্ত অস্পষ্ট সে মুখ
 কিছূতে পারি না ছুঁতে,
 এমনকি স্বপ্নের মধ্যেও।

জ্যেৎস্নাম্নাত জীবনের ছায়া
 ক্রমশঃ বড় হতে দেখে
 বুঝতে পারি সাধনার এ সুযোগ
 একদিন শেষ হবে,
 শেষ হবে তারা দেখা,
 সদ্যজাগা পাখীর শিসের সাথে।

বড় আশ্রয়হীন, অশান্ত, নিরর্থক লাগে।
 সপ্তর্ষি মণ্ডলের আঁকিবুকি ধরে
 পায়চারী করি অনবরত,
 কড়িকাঠের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকি,
 কম্পিউটারের কী-বোর্ডে আঙুল চালাই।
 কন্যাকুমারিকার সাগর সঙ্গমে
 জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে
 এক সৌম্যদর্শন পুরুষ
 ক্রমাগত কানের কাছে বলতে থাকেন
 “দাগ রেখে যা”, “একটা দাগ রেখে যা”।

অস্তায়মান চাঁদের থেকে
চোখ সরিয়ে এনে
তাকাই ধ্রুবতারার দিকে।
দেখতে পাই এভন ও ক্যাম নদীর ধারে
বিদ্যাতির্থ ছুঁয়ে, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে
বা সাও পাণ্ডলো নগরীতে,
ইউরোপে, আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকায়, এশিয়ায়,
এই বাংলার বুকো, পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলস্টেশনের পাশে,
সর্বত্র, প্রতি মুহূর্তে গড়ে উঠছে,
বড় হচ্ছে উৎকর্ষের বহু কেন্দ্র—
আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা।



প্রতিদিন আমি ওদের মধ্যে
তিলে তিলে ভরে দিই
আমার সত্ত্বার এক একটি অংশ।
আমার যজ্ঞগাজাত যেটুকু চেতনা
অকাতরে শুষে নেবে ওরা
মাতৃবৃত্ত থেকে শিশুর মত।
ওদের সাফল্য আমার মুখ্য প্রেরণা
ওদের বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র হওয়া আমার শান্তি।

যেদিন আমি আকাশের বুকো তারা হয়ে যাব,
জানি, সেদিনও থেকে যাবে
এই মাটির উপর পৃথিবীময়
অসংখ্য তারা।

ভারত জন্ম

অভিবিৎ ৩২

বড় অক্ষয় আছে এ জীবন -

অকার্যকর বহু জরা আছে

দিয়ে উঠতে পারি না।

যে একটি জরাকে খুঁজে পেলে

তৈরি হবে সমীকরণ।

I

যার জন্ম এ জীবন, বেঁচে থাকা,

অকার্যকর বিকৃতীয় যুগা পাওয়া,

স্বাভাবিক হেতু স্বাভাবিক হাত

যে আত্মা আছে চেতনার বাইরে।

অভিহাসী দুঃখী প্রাচীর হাত

তারক যম কখনো অশ্রুতের করি

অথচ অশ্রুতের অক্ষয় যে মুখ

কিছুতে পারি না ছাড়া,

এখনকি সুরঙ্গের চাবিও।

জ্যোৎস্না স্নাত জীবনের হায়া

এখন: বড় হতে দেখে

বুঝতে পারি সার্বিক এ সুযোগ

একদিন শেষ হবে,

শেষ হবে জরা দেখা,

সদ্যকাল পাখীর জিহ্বের সায়।

II

বড় অক্ষয়ীম, অক্ষয়, নিরর্থক নামে।

সম্প্রতিস্বপ্নের আঁকিছুকি বীর

সামগ্রী করি অমবহত,

কড়িকাঠের দিকে চলে গিয়ে থাকি,

কিছু উঠারের কী-জাভে আত্মন চানাই।

III

কণা কুসুমিকার সামরসমাজে

জন্মের উল্লস দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে

এক সৌন্দর্যময় সুরঙ্গ

এখনও কালের কাছ বসতে থাকেন

“দাম বেখ যা” “একটা দাম বেখ যা”।

অক্ষয়মান দেহের থেকে

অক্ষয় স্মিত্য এম

আকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে।

দেখতে পারি এখন ও ক্রাফ নদীর বীর

সিদ্ধার্থীম হুয়ে, উচ্চস্বাসনের উল্লস

যা সাত পাওনো নগরীতে,

বুড়োবে, আত্মিকায়, অক্ষয়মিত্য, আত্মিকায়, একিভায়,

এই বা:ন্যার হুকে, স্মিত্যের দীর্ঘতম বহনসে:নের পাশে,

সর্বত্র, প্রতি সুরঙ্গের গড়ে উঠতে,

বড় হতে উচ্চস্বাসনের বহু কেতু

আমার স্মিত্য ছাত্র জীবন।

(এভন avon)

IV

ଭାରତର ଉତ୍ପତ୍ତି (contd...)
ଆଠବିଠିଶ ଓହ

ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗ୍ୟ ଓହର ବାସ୍ତବ୍ୟ
ତିନୋ ତିନୋ ଓହ ଦିହି

V

ଭାଗ୍ୟର ମାତ୍ରା ଓହ ଏକାଠି ଭାଗ୍ୟ ।
ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପର୍କଭାବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା
ଭାଗ୍ୟର ଓହ ସାଥେ ଓହ
ସାମୁଦ୍ରିକ ଯେକେ ଶାନ୍ତର ଘାଟ ।

ଓହର ମାତ୍ରା ଭାଗ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓହର
ଓହର ବିକାଶ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ଜାଣି ।

୧୭ ଫେବୃଆରୀ
୨୦୨୦
12:30 am

VI

ଯେଦିନ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ମୁକେ ଭାଗ୍ୟ ଓହ ସାଥେ,
ଭାଗ୍ୟ, ଯେଦିନ ଓହ ଯେକେ ସାଥେ
ଏହି ଶାନ୍ତିର ଓହର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ
ଭାଗ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ।

